ভিন্ন ধারার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

সমকাল, ২৪/৭/০৯, পৃষ্ঠা — ১২

ইষ্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মুনীরউদ্দিন আহমদ
উপ-উপাচার্য
ইষ্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি

স্বল্প ব্যয়ে আন্তর্জাতিকমানের গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৯৬ সালে ইষ্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনের নেতৃত্বে বোর্ড অব ডিরেক্টরসের সদস্য জালাল উদ্দিন আহমেদ, এসএম নওশের আলী, ফারুক বি চৌধুরী, সৈয়দ মনজুর এলাহি, মোহাম্মদ জাহিদুল হক আরপিএইচ, ড. সাইদুর রহমান লস্কর, ড. মোহাম্মদ এ মান্নান, অধ্যাপক এম মোসলেহ উদ্দিন, শেলী এ মুবদি, এমএ মুমিন, ড. খলিল রহমান, আশেকুর রহমান এবং রাজিয়া সামাদের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় ইষ্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়। ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য।

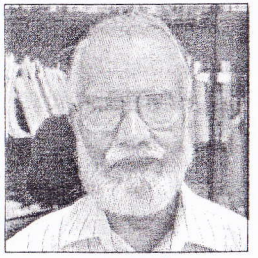

জালাল উদ্দিন আহমেদ
প্রেসিডেন্ট, বোর্ড অব ডিরেক্টরস
ইষ্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি

ড. মুহাম্মদ শরীফ
উপাচার্য
ইষ্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি

মাত্র ২০ জন ছাত্রছাত্রী ও ছয়জন শিক্ষক নিয়ে এর কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে ইষ্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ২১৫ জন অভিজ্ঞ, দক্ষ ও উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষা দিয়ে আসছেন। ১ লাখ ৭০ হাজার বর্গফুট আয়তনের ছয়টি বহুতল ভবনে অস্থায়ী ভিত্তিতে ইষ্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম চলে আসছে। তবে আনন্দের খবর, দুই বছরের মধ্যে ইষ্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় রামপুরা টেলিভিশন ভবনের উত্তর পাশে অবস্থিত আফতাব নগরে ৭.৪ বিঘা জমির ওপর নির্মিতব্য স্থায়ী, সুরম্য ও অত্যাধুনিক নিজস্ব ক্যাম্পাসে স্থানান্তর করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ইষ্ট ওয়েস্ট বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে। প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১ হাজার ৬০০ ছাত্রছাত্রী ইষ্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে ভর্তি হচ্ছে। ২০০৮ সালে ৮৭৯ জন ছাত্রছাত্রীকে ডিগ্রি দেওয়া হয়েছে। ভর্তি এবং ডিগ্রিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রতি বছর ক্রমাগত বাড়ছে। বর্তমানে ইষ্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি অনুষদের অধীনে আটটি বিভাগ থেকে ১৬ ধরনের ডিগ্রি দেওয়া হচ্ছে। বিজনেস অ্যান্ড ইকোনমিকস অনুষদের অধীনে বিভাগগুলো হচ্ছে বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং ইকোনমিকস। লিবারাল আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স অনুষদের অধীনে ইংরেজি, ল' ও সোশ্যাল সায়েন্স বিভাগ এবং সায়েন্সেস অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের আওতায় রয়েছে ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ফার্মেসি বিভাগ। গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো এমবিএ, ইএমবিএ, এমবিএম, মাস্টার্স অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, এমএ (ইংরেজি), মাস্টার অব ল', মাস্টার অব সায়েন্স ইন টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, মাস্টার অব সায়েন্স ইন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি।

যুক্তরাষ্ট্রের রোড আইল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ২২ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন খ্যাতনামা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শরীফ ইষ্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে কর্মরত। পেশায় তিনি একজন অর্থনীতিবিদ। সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ এ বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপীয় ইউনিয়নের আওতায় গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'ওয়েবোমেট্রিক্সের' মানদণ্ড বিচারে ২০০৭ সালে বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে প্রথম স্থান এবং সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে তৃতীয় স্থান দখল করে। এ জনপ্রিয়তা ও সাফল্যের মাপকাঠিতে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে যথাক্রমে বুয়েট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। স্পেনের মাদ্রিদে অবস্থিত 'সাইবার মেট্রিক ল্যাব' ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে বিশ্বের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্যের স্বীকৃতি বিবেচনায় নিয়ে প্রতি বছর র‍্যাংকিং করে থাকে। কয়েক বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনও ইষ্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অন্যতম বলে স্বীকৃতি দেয়।

ইষ্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্যের এ ক্রমধারা অব্যাহত রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। কারণ, একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে সত্যিকার অর্থে নামিদামি ও সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের জন্য যেসব আবশ্যকীয় উপকরণ প্রয়োজন, তার সবই ইষ্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে। এ কারণেই ইষ্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি এ দেশের মানুষের আস্থা ও শ্রদ্ধা দিন দিন বাড়ছে। শুধু দেশের কথা বলি কেন, বিদেশেও ইষ্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে সম্প্রতি এআইটি, যুক্তরাজ্যের হাল বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে ইষ্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি বা মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং সই করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সহসাই এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছাড়া বিশ্বের আরও বেশ কয়েকটি খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোলাবোরেশন কার্যক্রমের চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার দিক থেকে ইষ্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় এক কথায় অতুলনীয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এ বিশ্ববিদ্যালয় মেধাবী ও গরিব ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বৃত্তি ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে আসছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট আয়ের ৯ শতাংশ অর্থ ২০ শতাংশের অধিক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে বিতরণ করা হয়। বার্ষিক এই মেধা বৃত্তি ও আর্থিক সাহায্যের মোট পরিমাণ প্রায় চার কোটি টাকা। ইষ্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি নিয়ে আমরা গর্ব করি। ১০ হাজার ৫০০ বর্গফুটের তিনটি ফ্লোর নিয়ে গঠিত এই বিশাল লাইব্রেরিতে প্রায় ১৬ হাজার পাঠ্যপুস্তক, সাময়িকী, জার্নাল, ম্যাগাজিনসহ আরও বহু ধরনের প্রকাশনা রয়েছে। বই-পুস্তক ছাড়াও লাইব্রেরিতে রয়েছে প্রায় ১ হাজার ২০০ সিডি রম, ১৫০টি অডিও ক্যাসেট, ৩৯ ধরনের খ্যাতনামা জার্নাল, ২ হাজার ৫৭৩টি অনলাইন জার্নাল ও অত্যাধুনিক ইন্টারনেট সার্ভিস। সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে এসব বই-পুস্তক আদান-প্রদান হয়ে থাকে। প্রতিদিন প্রায় দুই হাজার ছাত্রছাত্রী লাইব্রেরি ব্যবহার করে এবং ৮০০ ছাত্রছাত্রী বই নেয় ও ফেরত দিয়ে থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে সমৃদ্ধ লাইব্রেরি ◀ তরু

ইষ্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগে রয়েছে অত্যাধুনিক ল্যাব সুবিধা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন সার্ভিস ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও বিভিন্ন অফিসের জন্য ৬৫০টির অধিক কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন বিভাগের জন্য ইষ্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় বেশকিছু অত্যাধুনিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা করেছে। এসব ল্যাবের মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট অ্যান্ড মেকানিকস ল্যাব, ইলেকট্রনিক ল্যাব, ভিএলএসআই ল্যাব, ডিজিটাল সিস্টেম ল্যাব, টেলিকমিউনিকেশন ল্যাব, কম্পিউটার কমিউনিকেশনস অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং ল্যাব, ফিজিক্স ল্যাব এবং ফার্মেসি বিভাগে সাতটি অত্যাধুনিক ল্যাব উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন বিভাগ ছাড়াও ইষ্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে দুটি উল্লেখযোগ্য সেন্টার। এ দুটি সেন্টারের নাম হলো সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেইনিং এবং সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সেন্টার। বোর্ড অব ডিরেক্টরসের সদস্য ড. রফিকুল হুদা চৌধুরী সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিংয়ের চেয়ারম্যান। এছাড়া রয়েছে ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং সেন্টার, যার কাজ হলো ছাত্রছাত্রীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

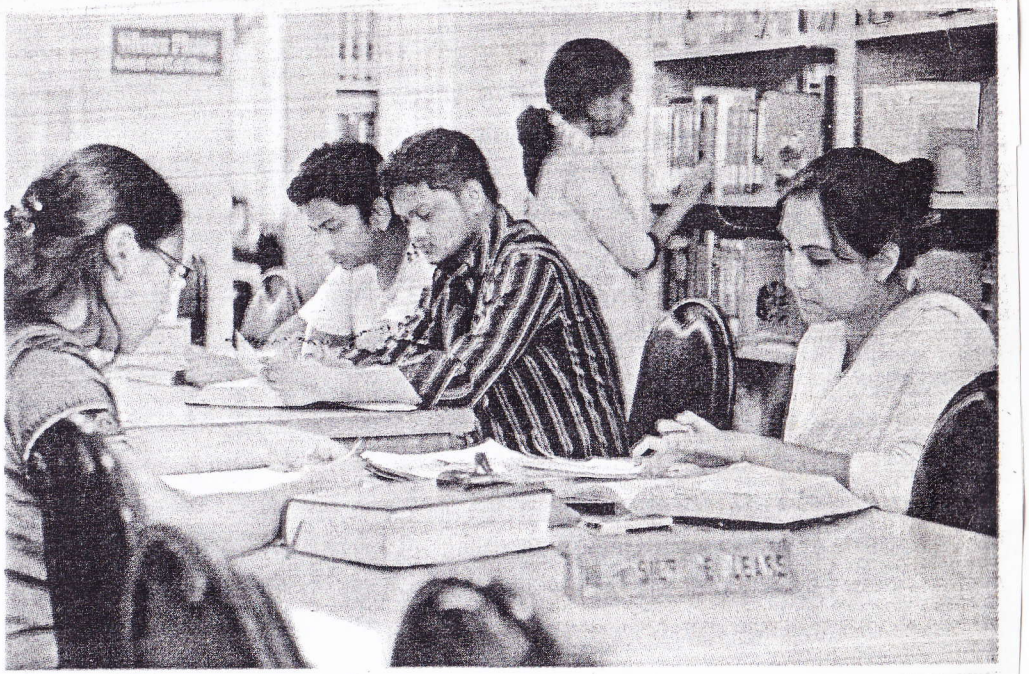

ইষ্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ডিরেক্টরসের বর্তমান প্রেসিডেন্ট হলেন জালাল উদ্দিন আহমেদ। তার সুযোগ্য নেতৃত্বে ইষ্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের মান, মর্যাদা, খ্যাতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

East West University LIBRARY
43, Mohakhali, C/A